এসএসসি পরীক্ষা কাল শুরু

পরীক্ষার্থী ১৭ লাখ ৮৬ হাজার

কেন্দ্র সচিবরা স্মার্ট ফোন নিতে পারবেন না

<u>নিজস্ব বার্তা পরিবেশক</u>

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে ১৭ লাখ ৮৬ হাজার
৬১৩ জন শিক্ষার্থী। এই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল (২ ফেব্রুয়ারি)।
এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ লাখ ১০ হাজার ৫০১ জন ছাত্র এবং আট
লাখ ৭৬ হাজার ১১২ জন ছাত্রী। এবার এ পরীক্ষায় এক লাখ ৩৫ হাজার
৯০ শিক্ষার্থী বেড়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী ৬৭ হাজার ৫২২ ও ছাত্র বেড়েছে
৬৭ হাজার ৫৬৮ জন।

গত বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র আট লাখ ৪২ হাজার ৯৩৩ জন ও ছাত্রী ছিল আট লাখ আট হাজার ৫৯০ জন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের

এসএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

এসএসসি : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধীনে এসএসসিতে ১৪ লাখ ২৫ হাজার ৯০০ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে দুই লাখ ৫৬ হাজার ৫০১ জন এবং এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) এক লাখ চার হাজার ২১২ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

তিনি জানান, 'তত্ত্বীয় পরীক্ষা ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২ মার্চ শেষ হবে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা ৪ মার্চ শুরু হয়ে ১১ মার্চ শেষ হবে।' প্রথম সকাল ১০টায় এসএসসির বাংলা ১মপত্র এবং দাখিলের কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এবার তিন হাজার ২৩৬টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৩৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার ২২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৯৩টি কেন্দ্র বেড়েছে। এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬ লাখ সাত হাজার ১২৪ জন, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৭৬ হাজার ১৯৮ জন এবং বিশেষ (১ থেকে ৪ বিষয়ে পরীক্ষা দেবে) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৪৫ হাজার ২৯৮ জন। বিদেশে আটটি কেন্দ্রে এবার মোট ৪৪৬ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এবার প্রশ্ন ফাঁস হবে না। কেউ মিথ্যা ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পেছনে ছুটলে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হবে না। কেউ ফেসবুকে ভুয়া প্রশ্ন তুলে দিলে বিটিআরসি সঙ্গে সঙ্গে সেই লিংক বন্ধ করে দেবে।' শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয়পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র ছাড়া সকল বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। এ বছর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা নামে দুটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগের মতোই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই- এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থী এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। এছাড়া অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম আক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বৃদ্ধিসহ শিক্ষক, অভিভাবক বা সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে জানান নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্র সচিবরা স্মার্টফোন নিতে পারবেন না

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কেন্দ্র সচিবরা স্মার্ট ফোন নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আজকাল টেলিফোন নিয়ে গেলে ফটো তুলে সেই ছবি বাইরে পাঠিয়ে দেয়া যায়। সেজন্য শুধু কেন্দ্র সচিব জরুরি যোগাযোগের প্রয়োজনে ফোন নিতে পারবেন। এর বাইরে কেউ ফোন নিতে পারবেন না। যেটা দিয়ে ফটো তোলা যায় না ওই ধরনের ফোন নিয়ে যাবেন। কারণ তার (কেন্দ্র সচিব) কাজই হলো ইনফরমেশন আদান-প্রদান করা।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এটা স্ট্রিকলি বলে দিচ্ছি- কোন টিচার কোন টেলিফোন পরীক্ষাকেন্দ্রে নিতে পারবেন না। পরীক্ষাকেন্দ্রে একটাই ফোন নিতে পারবেন কেন্দ্র সচিব। সেটি তিনি তার অফিস কক্ষে রাখবেন এবং সেটা স্মার্টফোন না, সেটা হবে সাধারণ ফোন। এটা আগেই বলে দেয়া হয়েছে। এটা করলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।'